আলমডাঙ্গায় যুবক অপহরণ, মুক্তিপণে বাড়ি লিখে নেওয়ার অভিযোগ

বিদেশ বিভুই মালদ্বীপে কিডন্যাপের নাটক সাজিয়ে মুক্তিপণ হিসেবে গ্রামের ছেলের কাছ থেকে বাড়ির জমি লিখে নেওয়ার ঘটনায় ওই গ্রামটিতে তোলপাড় চলছে। একটু পুরানো হলেও ঘটনা থানা পর্যন্ত গড়ালে নতুন করে তা আলোচনায় আসে। আলমডাঙ্গার জামজামীর ঘোষবিলা গ্রামের মানুষের মুখে মুখে এখন মালদ্বীপের সেই বিশ্বাস ঘাতকতার গল্প।

জানা গেছে, ২০১৩ সাথে ঘোষবিলা গ্রামের আনিছুর রহমানের ছেলে মিজানুর রহমান ভাগ্যের চাকা ঘুরাতে ছোট্ট দেশ মালদ্বীপে পাড়ি জমান। তাকে নিয়ে যায় একই গ্রামের সোহেল নামের একটি ছেলে। এরপর ঘোষবিলা গ্রামেরই মাহিন উদ্দিনের ছেলে শিলনও ২০১৬ সালে মালদ্বীপে যায়। একই গ্রামে বাড়ি হওয়ায় তারা মালদ্বীপে মিলেমিশেই থাকছিল। কিন্ত এরই মধ্যে মালদ্বীপ প্রবাসী ঘোষবিলা গ্রামের ছেলেদের মেলামেশায় ছন্দপতন ঘটে। টাকার লেনদেনে জড়িয়ে পড়ে মিজানুর ও শিলন নামের দুজন। শিলন দাবি করতে থাকে সে মিজানুরের কাছে টাকা পাবে।

সূত্র মতে, পাওনা সেই টাকা নিতে শিলন এক অভিনব পন্থা অবলম্বন করে। সে তার আরো ৭/৮ জন সঙ্গিকে নিয়ে মালদ্বীপের মাটিতেই মিজানুরকে অপহরন করে। তারা এক পরিত্যাক্ত বাড়িতে মিজানুরকে নিয়ে গিয়ে গলায় চাকু ধরে ঘোষবিলায় তার পিতার কাছে ফোন করায়। ফোনে বলতে বাধ্য করায় যে কোন মূল্যে সাড়ে তিন লক্ষ টাকা শিলনের পিতাকে দিয়ে দিতে। এর জন্য ২৪ ঘন্টা সময় বেঁধে দেওয়া হয়।

এদিকে, ২৪ ঘন্টায় সাড়ে তিন লক্ষ টাকা সংগ্রহ করা একেবারে অসম্ভব হয়ে দেখা দেয় মিজানুরের পিতার কাছে। তিনি দিশেহারা হয়ে পড়েন। তবে মিজানুরের পিতার মহাবিপদে পাশে এসে দাড়ায় শিলনের পিতা নিজে। তিনি সমাধানের পথ বাতলে দেন। তিনি মিজানুরের পিতাকে বলেন, বাড়ির জমি বিক্রি করে দেওয়ার জন্য। শুধু তাই নয়, বাড়ির জমি কারা কারা কিনবে এবং দাম কত দিতে হবে সেটাও শিলনের পিতা নির্ধারন করে দেয়।

ওই রাতেই শিলনের পিতা মাহিন উদ্দিন ঘোষবিলা গ্রামে এরশাদ,

মহিবুল ও বাঙ্গালের স্ত্রীকে জমির ক্রেতা হিসেবে শনাক্ত করে। এই তিনজনই মালদ্বীপে অপহৃত মিজানুরের পিতার কাছ থেকে মুক্তিপণ হিসেবে বাড়ির জমি স্ট্যাম্প করে নেয়। কিন্ত এতেও সাড়ে তিন লক্ষ টাকার দাবি মেটেনি। কারন জমির ক্রেতা ওই তিনজন দুই লক্ষ একত্রিশ হাজার টাকার বেশী দিতে রাজি হননি। বাকি এক লক্ষ ঊনিশ হাজার টাকা মিজানুর মালদ্বীপে এরওর কাছ থেকে ধারদেনা করে পরিশোধ করেই তারপর মুক্তি পায়।

মিজানুরের পিতা আনিছুর রহমান জানান, শিলনের পিতা মাহিন উদ্দিন তার বাড়িতে এসে মোবাইলের ভিডিও কলে দেখান মিজানুরের অপহরনের দৃশ্য। তার ছেলের গলায় চাকু ধরে রাখা হয়েছে। টাকা না দিলে মেরে ফেলার হুমকি দেওয়া হচ্ছে। প্রয়োজনে বাড়ির জমি বিক্রি করে টাকা দেওয়ারও পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

তিনি জানান, মাহিন উদ্দিন গ্রামে থেকে তার ছেলেকে দিয়ে এই চক্রান্ত করেছে। এখন তিনি পুরোপুরি গৃহহীন হয়ে পড়েছেন। থানায় আর্জি জানিয়ে তিনি এই চক্রান্তের সুষ্ঠু বিচার চান।

আলমডাঙ্গায় স্বামীর হাতে স্ত্রী খুন, স্বামী পলাতক

আলমডাঙ্গার প্রাগপুর গ্রামে অন্তর্দ্বন্দ্বে জড়িয়ে স্ত্রীকে গলা টিপে হত্যা করে পালানোর অভিযোগ উঠেছে স্বামীর বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার (১৩ আগস্ট) ভোরে শোবার ঘরের মেঝেতে মা রূপালী খাতুনের নিথর দেহ পড়ে থাকতে দেখে তার সন্তানেরা। পুলিশ ময়না তদন্তের জন্য লাশ চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে।

থানার ওসি (তদন্ত) মাসুদুর রহমান জানান, লাশের সুরতহাল রিপোর্ট তৈরী করে ময়না তদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে মৃতের গলায় টিপে ধরার দাঁগ দেখা গেছে। তবে ময়না তদন্ত রিপোর্ট এলে পরিস্কার বলা যাবে এটা হত্যা কি না।

জানা গেছে, প্রায় ১৮ বছর আগে পার্শ্ববর্তী মিরপুর উপজেলার

মালিহাদ গ্রামের রবিউল ইসলামের মেয়ে রূপালী খাতুনের সাথে আলমডাঙ্গার প্রাগপুর গ্রামের রুপাঞ্জেলের ছেলে আসাদুলের বিয়ে হয়। তাদের সংসারে তিনটি ছেলে সন্তান রয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকালে রূপালীর মেজ ছেলে নয়ন ঘুম থেকে উঠে দেখে তার মায়ের নিথর দেহ ঘরের মেঝেতে পড়ে রয়েছে। ধারনা করা হচ্ছে, স্বামী আসাদুল রাতের কোন এক সময় স্ত্রী রূপালী খাতুনকে গলা টিপে হত্যা করে সে পালিয়ে যায়। রূপালীর মৃত্যুর ঘটনায় সকাল থেকেই বাড়িতে লোকজনের ভীড় শুরু হলেও আসাদুলের কোন দেখা পাওয়া যায়নি।

রূপালীর পিতা রবিউল ইসলাম জানান, গত পরশু আসাদুল মালিহাদে তার বাড়িতে গিয়ে গরুর বিচুলী কেনার জন্য কিছু টাকা দাবি করে আসে। পরদিন তিনি রূপালীর বড় ছেলে হৃদয়কে দিয়ে ২ হাজার টাকা পাঠান। তারপর দিন বৃহস্পতিবার সকালে মেয়ের মৃত্যুর খবর পাই।

তিনি বলেন, আমার মেয়েকে হত্যা করে পালিয়েছে আসাদুল। আমি এই হত্যার বিচার চাই।

প্রতিবেশীরা জানায়, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে নানা কারনে কলহ ছিল। ঝগড়া-ঝাটিও হত। কিন্ত এই কলহ হত্যা করার মত ছিল না। তারপরও কিভাবে এবং কিসের কারনে রূপালী মারা গেলেন তা আসাদুল ছাড়া কেউ বলতে পারবে না।

প্রতিবেশীরা মনে করেন, আসাদুলকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করলেই কেবল প্রকৃত ঘটনা জানা যাবে। পুলিশ সূত্র থেকে জানা যায়, প্রকৃত ঘটনা জানতে আসাদুলকে আটকের চেষ্টা চলছে।

আলমডাঙ্গায় পাঁচ বছরের নাতনীকে ধর্ষন করলো নানা

আলমডাঙ্গার ছত্রপাড়া গ্রামে চকলেটের লোভ দেখিয়ে পাঁচ বছরের এক মেয়েকে ধর্ষনের অভিযোগ উঠেছে ধর্ষিতার নানার বিরুদ্ধে। বুধবার বিকেলে ধর্ষনের ঘটনা ঘটে। রাতে থানায় অভিযোগ দায়ের করলে নানা

আব্বাস আলীকে বৃহস্পতিবার গ্রেফতার করে পুলিশ।

জানা গেছে, ডাউকি ইউনিয়নের ছত্রপাড়া গ্রামের জামাল উদ্দিনের পাঁচ বছরের মেয়ে বুধবার বিকেলে বাড়ির বাইরে খেলা করছিল। এ সময় মেয়েটির নানার চাচাত ভাই আব্বাস আলী (৪৫) তাকে চকলেটের লোভ দেখিয়ে বাড়ির নির্জন একটি কক্ষে নিয়ে ধর্ষন করে বলে অভিযোগ ওঠে। মেয়েটি বাড়িতে এসে তার আপন নানাকে সব ঘটনা বলে দেয়।

রাতেই মেয়েটির নানা আলমডাঙ্গা থানায় এসে অভিযোগ দায়ের করেন। বৃহস্পতিবার সকালে থানার এসআই আমিনুল ইসলাম আব্বাস আলীকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে আসেন।

থানার অফিসার ইনচার্জ আলমগীর কবীর বলেন, শিশু ধর্ষনের অভিযোগ পেয়ে পুলিশ তদৗল্প শুরু করে। এর সত্যতা পেয়ে অভিযুক্ত আব্বাস আলীকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

দর্শনায় জাতীয় শোক দিবস পালন উপলক্ষে প্রস্তুতি সভা

শোকাবহ ১৫ আগস্ট বাঙালী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫ তম শাহাদৎ বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে দর্শনা পৌরসভায় ও পৌর আওয়ামী লীগের দলীয় কার্যালয়ে পৃথক পৃথক ভাবে প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে ।

গতকাল বুধবার বিকালে দর্শনা পৌর আওয়ামী লীগের নতুন কার্যালয়ে আগামী ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস-২০২০ উপলক্ষে প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভায় দর্শনা পৌর আ’লীগের সভাপতি মতিয়ার রহমানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে আলোচনা করেন, চুয়াডাঙ্গা-০২ আসনের সংসদ সদস্য হাজী মোঃ আলী আজগার টগর (এমপি)।

সভার শুরুতে আওয়ামী লীগ নেতা প্রয়াত সিরাজুল ইসলামের রুহের মাগফেরাত কামনা করে সকলে ১মিনিট নীরবতা পালন করেন। এ সময় বিশেষ

অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, দামুড়হুদা উপজেলা আ’লীগের সাধারণ সম্পাদক মাহফুজুর রহমান মনজু, দর্শনা পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবু, পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউপি চেয়ারম্যান জাকারিয়া আলম, দামুড়হুদা উপজেলার সকল পৌর ও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দ ও দলীয় ইউপি চেয়ারম্যান গণ উপস্থিত ছিলেন।

অপরদিকে, দর্শনা পৌরসভার উদ্যোগে গতকাল দুপুরের দিকে পৌরসভার সভা কক্ষে পৌর মেয়র মতিয়ার রহমান এর সভাপতিত্বে অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে আলোচনা করেন, দর্শনা পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবু, পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউপি চেয়ারম্যান জাকারিয়া আলম, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক, ও বিভিন্ন মসজিদের ইমামগণ সহ বিভিন্ন শ্রেনি পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

এ সময় মেয়র মতিয়ার রহমান বলেন, প্রতিটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছোট পরিসরে হলেও সঠিক দূরত্ব বজায় রেখে দোয়া অনুষ্ঠান করার চেষ্টা করবেন এবং প্রতিটা মসজিদে দোয়া অনুষ্ঠানের জন্য বলেন।

দর্শনা পৌরসভায় বয়স্ক, বিধবা ও প্রতিবন্ধীদের মাঝে বই ও টাকা বিতরণ

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা পৌরসভায় বয়স্ক, বিধবা ও প্রতিবন্ধীদের মাঝে বই ও টাকা বিতরণ বিতরণ করা হয়েছে। মোট ১১৮ জন বয়স্ক, বিধবা ও প্রতিবন্ধীদের মাঝে বই ও টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

গতকাল বুধবার সকাল ১১ টায় দর্শনা পৌরসভায় সুবিধা বঞ্চিত মানুষের মাঝে বই ও টাকা বিতরণ করা হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের সাবেক প্রশাসক মাহফুজুর রহমান মনজু, দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী

মুনছুর বাবু, দর্শনা পৌর মেয়র মতিয়ার রহমান, দর্শনা প্যানেল মেয়র রবিউল হক সুমন এবং দর্শনা ঈশ্বরচন্দ্রপুরের ০৯নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর মঈন উদ্দীন আহম্মেদ মন্টু সহ বিভিন্ন শ্রেনি পেশার মানুষ।

অনুষ্ঠানে পৌর মেয়র মতিয়ার রহমান বলেন, করোনা ভাইরাস পুরো বিশ্বকে সংক্রম করে অনেক পিছিয়ে দিয়েছে। ফলে অনেকেই মানবতার জীবনযাপন করছে কিন্তু বর্তমান সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গরীব ও অসহায় মানুষের পাশে থেকে কাজ করে যাচ্ছে, এজন্য আপনারা স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন এবং সরকারের দেওয়া পরামর্শ মেনে চলুন তাহলে আমরা এই মহামারি করোনা ভাইরাস রোধ করে আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারবো।

সেই সময় জেলা পরিষদের সাবেক প্রশাসক জনাব মাহফুজুর রহমান মঞ্জু সকলকে অনুরোধ করেন আপনারা প্রয়োজন ছাড়া বাহিরে বাইরে বের হবেন না। নিজে সচেতন হোন এবং অন্যকে সচেতন করুন।

অনিয়মই নিয়ম সাব-রেজিস্ট্রার মামুন বাবরের

আলমডাঙ্গা সাব-রেজিস্ট্রার মামুন বাবরের অনিয়মিত অফিস করা ও দুর্নীতি বন্ধে উপজেলা চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন ও নির্বাহী অফিসার লিটন আলীর দেওয়া আল্টিমেটাম উপেক্ষিত হয়েছে।

মামুন বাবর সরকারি নিয়মানুযায়ী অফিসে না এসে বুধবারও দুপুর ১ টা ১০ মিনিটে অফিসে ঢোকেন। অফিসে ঢুকেই তিনি সাংবাদিকদের গালিগালাজ করেন এবং এক হাত নেন উপজেলা চেয়ারম্যান ও নির্বাহী অফিসারের বিরুদ্ধেও। তিনি টেবিল চাপড়িয়ে উচ্চস্বরে বলতে থাকেন, ‘উপজেলা চেয়ারম্যান ও ইউএনও‘র কাবিখা নিয়ে তো আমরা কথা বলি না।’

আলমডাঙ্গার সর্বোচ্চ দুই কর্মকর্তার পক্ষ থেকে সাব-রেজিস্ট্রার মামুন বাবরকে নিয়ম করে সময় মত অফিস করতে আল্টিমেটাম দেওয়ার পর তিনি তাদের ওপর বেজায় রেগে যান। কেউ তাকে কিছু করতে পারবে না

বলেও পাল্টা হুমকি দেন।

প্রশ্ন উঠেছে, কোথায় তার ক্ষমতা? কেন তিনি সকালের অফিসে বিকেলে আসেন? আর প্রকাশ্যে কিভাবে দুর্নীতির টাকার ব্যাগ গুছিয়ে তিনি অফিস ছাড়েন? আলমডাঙ্গার মানুষ দেখেও কেন না দেখার ভান করে থাকেন? আর কেনই বা উপজেলা চেয়ারম্যান ও নির্বাহী অফিসারও তাকে নিয়মের ভেতরে আনতে পারছেন না? এরকম অনেক প্রশ্ন মানুষের মাথায় মাথায় ঘুরছে।

কিন্ত হাজারো বার মাথা খাটিয়েও এর কোন সদুত্তোর কেউ খুঁজে পাচ্ছেন না। তবে একটা বিষয় সবাই একবাক্যে মেনে নিচ্ছেন, আর তা হল মামুন বাবরের হাত অনেক লম্বা। তার লম্বা হাত সরকারি কোন সংস্থাই ছুঁতে পারছে না।

সূত্র মতে, সাব-রেজিস্ট্রার মামুন বাবরের হুমকি-ধামকিতে অফিসের সবাই থাকেন ভয়ে ভয়ে। বেশী ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে থাকেন দলিল লেখকরা। দলিল লেখকদের কেউ একটু বিরাগভাজন হলেই তার দলিল রেজিস্ট্রি বন্ধ হয়ে যায়। লাইসেন্স বাতিলেরও হুমকি দেওয়া হয়। এই হুমকি অনেক সময় দলিল লেখকদের জীবনেরও হুমকি হয়ে দাঁড়ায়।

সাব-রেজিস্ট্রার মামুন বাবরের স্বেচ্ছাচারিতার এসব কথা ছড়িয়ে বেড়ায় আলমডাঙ্গার আকাশে-বাতাসে। ঠিক এমন অবস্থায় টনক নড়েছে উপজেলা চেয়ারম্যান ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের। সময় মত অফিসে না আসা, দুর্নীতিতে ডুবে থাকা ও চরম স্বেচ্ছাচারিতার অভিযোগে সাব-রেজিস্টার মামুন বাবরকে গত সোমবার আল্টিমেটাম দেন আলমডাঙ্গা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার লিটন আলী। সময় মত অফিসে না এলে প্রয়োজনে সাব-রেজিস্ট্রি কার্যালয়ে ঢোকার সব পথ বন্ধ করে দেওয়ারও হুমকি দেওয়া হয় তাকে। সোমবার বিকেল পর্যন্ত মামুন বাবর অফিসে না আসায় উপজেলার সর্বোচ্চ এই দুই কর্মকর্তা সাব-রেজিস্ট্রি কার্যালয়ের সামনে অবস্থান নেন।

সাব রেজিস্ট্রার মামুন বাবর সোমবার দিনভর অফিসে আসেননি এই সংবাদ পেয়ে দুপুরের পর থেকে উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার লিটন আলী সাব রেজিস্ট্রি কার্যালয়ের সামনে অবস্থান নেন। অফিস থেকে কেউ একজন মামুন বাবরকে বিষয়টি গোপনে জানিয়ে দেন। ভয়ে তিনি আলমডাঙ্গায় কারো বাড়িতে আত্মগোপনে থাকেন।

বিকেল সাড়ে ৫ টার দিকে মামুন বাবর অফিসে ঢোকেন। এ সময় উপজেলা চেয়ারম্যান ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার পুনরায় সাব-রেজিস্ট্রি কার্যালয়ে প্রবেশ করেন। তাঁরা দু‘জনে মামুন বাবরকে সরকারি নিয়মে অফিস করতে আল্টিমেটাম দেন।

তিনি বিকেলের দিকে অফিসে এলে তার জন্য গ্রাম থেকে আসা শত শত নারী-পুরুষ দিনভর অপেক্ষা করতে থাকেন। তার খামখেয়ালীপনায় মানুষ চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছে বলেও তাকে স্মরন করিয়ে দেন উপজেলা চেয়ারম্যান ও নির্বাহী অফিসার।

জানা গেছে, ঝিনাইদহ জেলার শৈলকুপার বাসিন্দা মামুন বাবর আলমডাঙ্গায় সাব-রেজিস্ট্রার হিসেবে কর্মরত রয়েছেন বেশ কয়েক বছর ধরে। তিনি সপ্তাহে তিনদিন প্রতি সোমবার, মঙ্গলবার ও বুধবার ঝিনাইদহ থেকে আলমডাঙ্গায় এসে দায়িত্ব পালন করেন।

সূত্র জানায়, সাব-রেজিস্টার মামুন বাবরের অফিসে আসার কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। তিনি কোন কোন দিন আসেন দুপুরে আবার কোন কোন দিন আসেন বিকেলে। এ নিয়ে প্রশ্ন তুললে তিনি ক্ষমতার অপব্যবহার করেন। তার স্বেচ্ছাচারিতার কাছে অফিসের বেশীরভাগ কর্মকর্তা-কর্মচারী অসহায় হয়ে থাকেন। হাতে গোনা কয়েকজনকে সাথে নিয়ে তিনি দলিল লেখকদের ওপর রীতিমত স্টিমরোলার চালান।

সূত্র জানায়, বছর দুয়েক আগে চরম স্বেচ্চাচারিতা ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে দলিল লেখকরা মামুন বাবরের অপসারনের দাবিতে একটি আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। এতে অচালাবস্থা দেখা দেয় সাব রেজিস্ট্রি অফিসে। কিন্ত মামুন বাবরের ক্ষমতার হাত দীর্ঘ হওয়ায় তাকে কেউ টলাতে পারেনি। তিনি জেকে বসেন অফিসে। এরপর থেকে তার স্বেচ্ছাচারিতা শতগুন বেড়ে যায়।

তিনি অফিসের কয়েকজন অনুগতকে সাথে নিয়ে বিরাগভাজনদের ওপর স্টিমরোলার চালাতে থাকেন। কোনদিন অফিসে আসেন আবার কোনদিন অফিসে আসেন না। গ্রাম থেকে আসা শত শত নারী-পুরুষ দিনভর অপেক্ষা করে করে শেষ পর্যন্ত বাড়ি ফিরে যান। তিনি কারও কাছে জবাবদিহি করতে রাজি নন। মামুন বাবরের স্বেচ্ছাচারিতা নিয়ে শহরময় আলোচনা হতে থাকে। মামুন বাবরের অদৃশ্য শক্তির কাছে সবাই নত স্বীকার করতে থাকে। দিনের পর দিন চলতে থাকে এভাবেই।

আপনার দেওয়া আল্টিমেটামের পরেও মামুন বাবর বুধবার ১টা ১০ মিনিটে অফিসে আসেন জানালে উপজেলা চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন বলেন, তার

ক্ষমতার হাত কতবড় লম্বা সেটা আমরা দেখব। তিনি বলেন, মামুন বাবর জানেন না, সবচেয়ে হাত বড় এদেশের জনগণের।

এ ব্যাপারে উপজেলা নির্বাহী অফিসার লিটন আলী বলেন, আমরা সরকারি আইনানুযায়ী সাব-রেজিস্ট্রার মামুন বাবরকে অফিসে উপস্থিত হওয়ার ব্যাপারে সচেতন হতে বলেছিলাম। তিনি শোনেন নি। এখন আইনানুযায়ী তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এ ব্যাপারে সাব-রেজিস্ট্রার মামুন বাবরের মোবাইলে একাধিকবার ফোন করলেও তিনি মোবাইল রিসিভ করেননি।

আলমডাঙ্গায় করোনায় এক নারীর মৃত্যু

আলমডাঙ্গায় আরও একজন করোনাভাইরাসে মারা গেছেন।

বুধবার বেলা ১১ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের করোনা ইউনিটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি নিহত হন। বুধবার বিকেলে আলমডাঙ্গা দারুস সালাম কবরস্থানে সরকারী নিয়মানুযায়ী তাকে দাফন করা হয়।

আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডাক্তার হাদি জিয়াউদ্দিন আহমেদ বলেন, করোনা উপসর্গ দেখা দিলে রুমু বেগমের নমূনা সংগ্রহ করে কুষ্টিয়া পিসিআর ল্যাবে পাঠানো হয়। গত ৮ তারিখে তার রেজাল্ট পজিটিভ আসে। তিনি করোনায় আক্রান্ত হয়ে বুধবার মারা যান।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গার উসমানপুর-প্রাগপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও থানাপাড়ার বাসিন্দা আব্দুল গনির স্ত্রী রুমু বেগম (৪২) দীর্ঘদিন ধরে নানা শারীরিক জটিলতায় ভুগছিলেন। সম্প্রতি তার জ্বর ও শ্বাসকষ্টও বহুগুনে বেড়ে যায়।

নমূনা নেওয়া হলে গত ৮ আগস্ট রুমু বেগমের পজিটিভ রেজাল্ট আসে। তাকে গত পরশু চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। একই সাথে আব্দুল গনি মাস্টারের মা ও ছেলেও করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তারা

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

বুধবার বিকেল ৪ টার দিকে আলমডাঙ্গা দারুস সালাম ঈদগাহ ময়দানে স্বল্প পরিসরে রুমু বেগমের জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। এরপর ইসলামী ফাউন্ডেশনের আলমডাঙ্গার সভাপতি মৌলানা ওমর ফারুকের নেতৃত্বে দারুস সালাম গোরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন থানার এসআই হাসনাইন।

হাসাদাহ বাজারে হাটচালীর চালের বেহাল দশা!

চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবননগর উপজেলা হাসাদাহ বাজারের কাচামালের হাটচালীর চালের বেহাল অবস্থা। এটি ভেঙ্গে পড়ে যে কোন সময় ঘটতে পারে প্রাণ হানির মত বড় ধরনের দুর্ঘটনা ।

এই বাজারে অনেক দূরদূরান্ত থেকে জীবন জীবীকার তাড়নাই অনেকেই কাঁচা মালের ব্যবসা করতে আসেন । কিন্তুু এই হাটচালীর চাল অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ন অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে যে কোন সময় সেটি ভেঙ্গে পড়তে পারেন এমনিই আশঙ্খার মধ্যে সবাই ব্যবসা করে চলেছেন ।

উপস্থিত কয়েকজন কাঁচামাল ব্যবসায়ীর সাথে কথা বললে তারা খুবিই দুঃখের সাথে বিষয়টি বর্নণা করে বলেন যে , আমরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এখানে ব্যবসা করি একটি চালের বেহাল দষা। আর একটি চালের নিচে কোন প্রকার বসা যায়না কারন অল্প একটু বৃষ্টি হলেই চালের নিচে জ্বলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়, কারণ ভীতরে মাটি নেই অনেক নিচু ।

বিষয়টি নিয়ে ঐ বাজারের ইজারাদার হাটমালিকের সাথে কথা বললে হাট মালিক হাসিবুল হক বিষু জানান যে , এই বাজারের ভীতরে প্রবেশ করার মত নেই কোন রাস্তার ব্যবস্থা । সরকারি জায়গা যেটুকু আছে সেটাও আবার বিভিন্ন লোকের দখলে, আমি এই সমস্যটি নিয়ে এলাকার সাধারণ মানুষের জন সার্থে ইতোপূর্বে সাবেক উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে লিখিত ভাবে আবেদন করেছিলাম সেখান থেকে আমাদেরকে আশা দেখিয়ে

ছিলেন, কিন্তুু জানিনা কি কারণে তা আর বাস্তবায়ন হয়নি ।

প্রয়জন হলে আমি আবারও বর্তমান উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বরাবর লিখিত আবেদন করবো। বিষয়টি নিয়ে জীবননগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এস.এম মুনিম লিংকনের সাথে কথা বললে তিনি এই সমস্যাটি অতি দ্রুত সমাধান করবেন বলে এমনটিই জানান। এটি যাতে অতি দ্রুত মেরামতের ব্যবস্থা হয় তার জন্য এলাকার সর্ব সাধারণ জীবননগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সহ উর্ধ্বতন সকলের সু-দৃষ্টি কামনা করেছেন।

অনিয়মের পটু সাব-রেজিস্টার মামুন বাবর

সময় মত অফিসে না আসা, দুর্নীতিতে ডুবে থাকা ও চরম স্বেচ্ছাচারিতার অভিযোগে সাব-রেজিস্টার মামুন বাবরকে আল্টিমেটাম দিয়েছেন আলমডাঙ্গা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার লিটন আলী।

সময় মত অফিসে না এলে প্রয়োজনে সাব-রেজিস্ট্রি কার্যালয়ে ঢোকার সব পথ বন্ধ করে দেওয়ারও হুমকি দেওয়া হয়। সোমবার বিকেল পর্যন্ত মামুন বাবর অফিসে না আসায় উপজেলার সর্বোচ্চ এই দুই কর্মকর্তা সাব-রেজিস্ট্রি কার্যালয়ের সামনে অবস্থান নেন।

আলমডাঙ্গার কোথাও আত্মগোপনে থাকা মামুন বাবর অবশেষে ৫ টা ৫০ মিনিটে কার্যালয়ে ঢোকেন। এ সময় উপজেলার দূরদূরান্ত গ্রাম থেকে জমি কেনা-বেচায় আসা শত শত নারী-পুরুষ দিনভর অভুক্ত থেকে সাব-রেজিস্ট্রি কার্যালয়ের সামনে অপেক্ষা করতে থাকেন।

সাব রেজিস্ট্রার মামুন বাবর দিনভর অফিসে আসেননি এই সংবাদ পেয়ে দুপুরের পর থেকে উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার লিটন আলী সাব রেজিস্ট্রি কার্যালয়ের সামনে অবস্থান নেন। অফিস থেকে কেউ একজন মামুন বাবরকে বিষয়টি জানিয়ে দেন। ভয়ে তিনি আলমডাঙ্গায় কারো বাড়িতে আত্মগোপনে চলে

যান। বিকেল সাড়ে ৫ টার দিকে উপজেলা চেয়ারম্যান ও নির্বাহী অফিসার এলাকা ছাড়লে ৫ টা ৫০ মিনিটে মামুন বাবর অফিসে ঢোকেন। এ সময় উপজেলার প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে জমি কেনা-বেচায় আসা শত শত নারী- পুরুষ তার জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন।

জানা গেছে, ঝিনাইদহ জেলার শৈলকূপার বাসিন্দা মামুন বাবর আলমডাঙ্গায় সাব-রেজিস্ট্রার হিসেবে কর্মরত রয়েছেন বেশ কয়েক বছর ধরে। তিনি সপ্তাহে তিনদিন প্রতি সোমবার, মঙ্গলবার ও বুধবার ঝিনাইদহ থেকে আলমডাঙ্গায় এসে দায়িত্ব পালন করেন।

সূত্র জানায়, সাব-রেজিস্টার মামুন বাবরের অফিসে আসার কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। তিনি কোন কোন দিন আসেন দুপুরে আবার কোন কোন দিন আসেন বিকেলে। এ নিয়ে প্রশ্ন তুললে তিনি ক্ষমতার অপব্যবহার করেন। তার স্বেচ্ছাচারিতার কাছে অফিসের বেশীরভাগ কর্মকর্তা-কর্মচারী অসহায় হয়ে থাকেন। হাতে গোনা কয়েকজনকে সাথে নিয়ে তিনি দলিল লেখকদের ওপর রীতিমত স্টিমরোলার চালান।

সূত্র জানায়, বছর দুয়েক আগে চরম স্বেচ্চাচারিতা ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে দাড়িয়ে দলিল লেখকরা মামুন বাবরের অপসারনের দাবিতে একটি আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। এতে অচালাবস্থা দেখা দেয় সাব রেজিস্ট্রি অফিসে। কিন্ত মামুন বাবরের ক্ষমতার হাত দীর্ঘ হওয়ায় তাকে কেউ টলাতে পারেনি। তিনি জেকে বসেন অফিসে। এরপর থেকে তার স্বেচ্ছাচারিতা শতগুন বেড়ে যায়। তিনি অফিসের কয়েকজন অনুগতকে সাথে নিয়ে বিরাগভাজনদের ওপর স্টিমরোলার চালাতে থাকেন। কোনদিন অফিসে আসেন আবার কোনদিন অফিসে আসেন না। গ্রাম থেকে আসা শত শত নারী- পুরুষ দিনভর অপেক্ষা করে করে শেষ পর্যন্ত বাড়ি ফিরে যান। তিনি কারও কাছে জবাবদিহি করতে রাজি নন। মামুন বাবরের স্বেচ্ছাচারিতা নিয়ে শহরময় আলোচনা হতে থাকে। মামুন বাবরের অদৃশ্য শক্তির কাছে সবাই নত স্বীকার করতে থাকে। দিনের পর দিন চলতে থাকে এভাবেই।

সূত্র মতে, যারা একটু সোচ্চার হতে পারেন তাদেরকে তিনি টাকা দিয়ে ম্যানেজ করে ফেলেন। কেউ আর সোচ্চার হন না। এক পর্যায়ে আলমডাঙ্গার মানুষ মামুন বাবরের কাছে একেবারে জিম্মি হয়ে পড়েন।

সবশেষে মামুন বাবরের স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন। বছর খানেক আগে তাঁর হুমকি-ধামকিতে কয়েকদিন নিয়ম মত অফিস করলেও সেই রেওয়াজ আর ধরে রাখেন নি মামুন বাবর। আবার আগের মত স্বেচছাচারিতা শুরু করেন।

অবশেষে সোমবার মামুন বাবরের স্বেচ্ছাচারিতার প্রতিরোধে মাঠে নামেন উপজেলা চেয়ারম্যান ও নির্বাহী অফিসার। বিকেল সাড়ে ৫ টা পর্যন্ত সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে না আসায় উপজেলার সর্বোচ্চ দুই কর্মকর্তা মামুন বাবরকে আল্টিমেটাম দিতে বাধ্য হন। সময় মত অফিসে না এলে তাকে অফিসে ঢুকতে দেওয়া হবে না বলেও আল্টিমেটাম দেওয়া হয়।

এ ব্যাপারে উপজেলা চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন বলেন, সাব-রেজিস্ট্রার মামুন বাবরের যত ক্ষমতা থাকে খাকুক। তাকে সরকারী নিয়ম মেনে অফিসে আসতে হবে। না এলে তার বিরুদ্ধে সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হবে। প্রয়োজনে তার জন্য উপজেলার গেইট বন্ধ করে দেওয়া হবে।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার লিটন আলী বলেন, সময় মত অফিসে না এলে আইনানুযায়ী সাব-রেজিস্ট্রার মামুন বাবরের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

জীবননগরে স্থাপিত হতে চলেছে ‘হাই-ফ্লো অক্সিজেন প্লান্ট’

করোনায় আক্রান্তদের জন্য মানবতার অন্যতম দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে যাচ্ছেন এলাকার কৃতি সন্তান মোখলেছুর রহমান টিপু তরফদার। নিচ তলায় থাকবে ৪টি বড় সিলিন্ডার এবং অক্সিজেন সরবারহ লাইনের মাধ্যমে ৩য় তলায় বেড ও কেবিনে ফ্লো-মিটারের মাধ্যমে রোগীর প্রয়োজনে সহজেই অক্সিজেন ব্যবহার করতে পারবে। ব্যাক-আপের জন্য অতিরিক্ত ৪টি সিলিন্ডার সর্বদা মজুদ থাকবে।

প্রায় ১০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তিনি এই অক্সিজেন প্লান্ট স্থাপন করছেন। ইতোপূর্বে তিনি দামুড়হুদা উপজেলা হাসপাতালে একই রকমের হাই- ফ্লো অক্সিজেন প্লান্ট স্থাপন করেছেন। যার মাধ্যমে এলাকার স্থানীয় করোনা আক্রান্ত রোগীরা সেবা নিচ্ছেন।

বাংলাদেশে করোনা সনাক্তকরণের পরপরই বিএন্ডটি গ্রুপের চেয়ারম্যান ও চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপি নেতা ইঞ্জিনিয়ার মোখলেছুর রহমান (টিপু

তরফদার) কেন্দ্রের নির্দেশে গত ২৮শে এপ্রিল ২০২০ থেকে ১৫ই মে ২০২০ পর্যন্ত চুয়াডাঙ্গা নির্বাচনী এলাকায় নেতা-কর্মীদের মাধ্যমে ১৩ হাজার কর্মহীন পরিবারের মাঝে ১০ কেজি চাউল ও ৫ কেজি করে আলু মানবিক সহায়তায় প্রদান করেন।

পরবর্তীতে তিনি তার নির্বাচনী এলাকায় যে সকল মানুষ করোনা ভাইরাস চিহ্নিত হয়েছেন এবং নানা কারণে লক ডাউনে পড়েছেন তাদের প্রতি পরিবারের জন্য লোকসংখ্যা অনুযায়ী মানবিক সহায়তা প্রদান করেছেন।

জীবননগর উপজেলা হাসপাতালে হাই- ফ্লো অক্সিজেন প্লান্ট স্থাপনে কাজ করেছেন ঢাকাস্থ রবিন এন্টারপ্রাইজ। ইতোমধ্যে ঐ কোম্পানিকে মোট ব্যয়ের ৭৫% টাকা অগ্রিম পেমেন্ট করা হয়েছে। আগামী ১১-১২ আগস্ট ২০২০ তারিখের মধ্যে প্লান্টটি কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করা হবে বলে জানান, জীবননগর পৌর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও জীবননগর থানার প্রধান ত্রাণ সমন্বয়কারী জনাব মাহাতাব উদ্দীন (চুন্নু)।

তিনি আরো জানান, হাই- ফ্লো অক্সিজেন প্লান্ট সম্পর্কিত কোন তথ্য জানার জন্য, যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ রইলো। দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপি’র সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোঃ জহুরুল ইসলাম, মোবাইল: ০১৭১৪-৪৪২৯৩০, জীববনগর পৌর বিএনপি’র সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোঃ মাহাতাব উদ্দীন (চুন্নু), মোবা: ০১৭১৩-৯২২৮৩২।